নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৪৫৭

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ২৯ নভেম্বর ২০২০

পরিপত্র-৩

বিষয়: **পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২০ উপলক্ষে প্রার্থীদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ফরম ও নির্দেশিকা সরবরাহ, সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা, বিভিন্ন টিম ও কমিটি গঠন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইত্যাদি।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হইয়া জানানো যাচ্ছে যে, সারা দেশে ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তফসিল ঘোষণা করেছেন। অবশিষ্ট পৌরসভা নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে একাধিক ধাপে ঘোষণা করা হবে। পৌরসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি আইন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, আচরণ বিধিমালায় অনেক নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সকল নতুন বিষয়াদি সকলের জানা আবশ্যক। অপরদিকে অনেকেই এইবারই প্রথম প্রার্থী হবেন। তাঁদের নির্বাচনি আইন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা এবং আচরণ বিধিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

০২। **সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** পৌরসভা সাধারণ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হলে পরবর্তীতে বাছাই, মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে আপিল কর্তৃপক্ষের (সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক) নিকট আপিল দায়ের ও আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিলসমূহ নিষ্পত্তি করা হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০২০ অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী দিবসে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে। পৌরসভা সাধারণ নির্বাচনে ০৩টি পদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অফিস বন্ধের দিনসহ ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুক্রবার ও শনিবারসহ সকল সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৫.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের কার্যালয়সমূহসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। তাছাড়া অফিস খোলার দিনে বিকাল ৫.০০ টার পরে প্রয়োজনে অধিক রাত পর্যন্ত অফিস খোলা রেখে উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সে সাথে জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে।

০৩। **নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখাঃ** নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সকলের নিকট সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনাকে এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন করতে না পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে;

(২) নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না, যার দ্বারা তাদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট নন এমন ধারণা সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে;

(৩) জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে এলাকার জনগণের যৌথসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

(৪) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করতে হবে; এবং

(৬) ভোটকেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে ভোটারদের অবহিত করার জন্য নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

অফিসের ঠিকানা:
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগের
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

০৪। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠনঃ** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উক্ত টিমে সহকারী রিটার্নিং অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। টিমসমূহে বেসরকারি পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নির্বাচনি এলাকার ব্যাপ্তি বিবেচনায় প্রয়োজনে একাধিক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে উক্ত টিম গঠন করত টিমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের কার্যাবলীঃ**

- সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকায় নির্বাচনি আচরণ বিধি ভঙ্গ হচ্ছে কিনা অথবা ভঙ্গ হওয়ার আশংকা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;
- নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার ৪৯ বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে কিনা বা অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;
- আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অন্যান্য নির্বাচনি বিধি-নিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের;
- এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ০৩ (তিন) দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাংগ প্রতিবেদন রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ;

টিমকে প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলি তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে গঠিত ভ্রাম্যমাণ আদালতকেও তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে।

০৬। **নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠনঃ** রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে প্রার্থীদের প্রতিনিধি বা নির্বাচনি এজেন্ট সমন্বয়ে **নির্বাচন মনিটরিং টিম** গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে সহকারী রিটার্নিং অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। টিম গঠনের সাথে সাথে টিমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৭। **মনিটরিং টিমের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ**

- এই টিম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনি আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এই টিম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এবং অন্যথায় প্রতি ০৭ (সাত) দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

০৮। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠনঃ** পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এ সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবে পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি এবং সহযোগী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার (প্রত্যেক) মনোনীত কর্মকর্তা।

০৯। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ**

- এ সেল নির্বাচনি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- এ সেল আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

১০। **অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণঃ** সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) সকল শ্রেণির ভোটার যাতে অবাধে ও নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও স্থানীয় আস্থাভাজন কর্মীদের সাথে সত্বর একটি এবং প্রয়োজনবোধে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠানের

ব্যবস্থা করতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন ও বিধিগত দিক উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে। কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

(২) সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণির ভোটার (বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটার ও মহিলা ভোটার) পূর্ব থেকে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(৩) ভোটকেন্দ্রে এবং ভোটকক্ষের বাহিরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের সমর্থকগণ যাতে নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চলেন এবং কোন তিক্ত, উস্কানিমূলক ও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে এমন কার্যকলাপ বা বক্তব্য প্রদান হতে বিরত থাকেন কিংবা অর্থ, পেশীশক্তি অথবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা কেহ নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ** নির্বাচনের সামগ্রিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার, সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং অফিসার ইনচার্জ এর সাথে আলোচনাক্রমে বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকেন্দ্রের বাইরে ও নির্বাচনি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ দল মোতায়েন করে সকল শ্রেণির ভোটারদের ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোটদানের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন।

১২। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করছি।

২৯/১১/2020

সংলগ্নীঃ বর্ণনা মোতাবেক

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail: sasemc1@gmail.com

১। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার
.....(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার

২। অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৪৫৭

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ২৯ নভেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ

১০. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৫. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৬. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৭. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২২. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. .... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৩/১২/২০২০

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৯৫৫০০৭৬১০
Email: sasemc1@gmail.com